স্পট : ফজিলাতুন্নেছা ও রোকেয়া হল

মুখে উপটান হাতে বালতি আর চিৎকার- ‘এই বাথi“মে কে?’

ছোট কক্ষে ৬ থেকে ৮ জন থাকা। শুতে হয় গাদাগাদি করে। খেতে হয় লাইনে দাঁড়িয়ে। ঠ্যালা-ঠেলি করে বাসে উঠতে হয়। এই হলের ছাত্রীদেরই বক্তব্য এটা। অপরদিকে আছে চরম স্বাধীনতা, আছে অ্যাডভেঞ্চার এ কথাও বলেছে ছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রীহল রোকেয়া ও ফজিলাতুন্নেছা। হল দুটিতে থাকে দুই হাজার ছাত্রী। এদের একটা বড় অংশ এসেছে মফস্বল থেকে। আপনজন ছেড়ে আসা ছাত্রীদের নিয়ে এবারের ২৪ ঘন্টা

...লিখেছেন **উর্মি মল্লিক** ও **কানিজ ফাতেমা**

ঢাকাবাসীর ঘুম ভাঙে কাকের ডাকে আর ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের মেয়েদের ঘুম ভাঙে কিচেন রুমে মেয়েদের চিৎকারে। এই চুলায় চা কার? পানি কার? ইত্যাদি শব্দে অথবা রাস্তার পাশে ক্যাসেট বিক্রেতার ‘একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি ও প্রাণপাখি’ নামক গান শুনে অথবা গাড়ির বিকট হর্ন-এর শব্দেও ঘুম চটে যায় হলে মেয়েদের। কিন্তু দর্শনের ছাত্রী শম্পার ঘুম ভাঙলো ঘড়ির অ্যালার্মে। ঘুম থেকে উঠেই সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কারণ ৮টার ক্লাসে যেতে হবে। টয়লেটেও সিরিয়াল। অবশেষে সিরিয়াল পেল কিন্তু কিচেন রুমে কোনো চুলা ফাঁকা নেই যে সে চা বানিয়ে টোস্ট দিয়ে খেয়ে ক্লাসে যাবে। সিদ্ধান্ত নিল আজকে ডাইনিংয়েই সকালের নাস্তাটা সেরে নেবে। কিন্তু ডাইনিংয়ে ভীষণ ভিড়। এখানেও সিরিয়াল মেইনটেন করে সে পরোটা ও ডাল ভাজি মিক্সড খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এলো বাস ধরতে।

৭.৩০ যাদের সকালে ক্লাস নেই তারা এখনও ঘুমাচ্ছে। কেউ রিডিং রুমে কেউ বা পেপার রুমে পেপার পড়ছে। এখনও ডাইনিংয়ে ভিড় দেখা যাচ্ছে। কেউ বলছে আমায় ২টা পরোটা ১টা ডাল ভাজি মিক্সড দাও। কেউ বলছে, এই মানিক একটা সিদ্ধ রুটি, একটা ডিম ভাজতে বলো। অন্য পাশ দিয়ে আরেকটি মেয়ে চিৎকার করে বলছে- ‘এই ফারুক পানি দিয়ে যাও।’

যদি হও সুজন এক বিছানায় দু'জন

১০.৩০ ডাইনিংয়ে সকালের নাস্তা শেষ। মেয়েরা বেশির ভাগই ক্লাসে, তবে ফোন রুমে, পেপার রুমে, টিভি রুমে কিছু কিছু মেয়েকে দেখা যাচ্ছে । টিভিতে চলছে হিন্দি গান।

দুপুর ১২.৩০ : রোকেয়া হলের রিডিং রুম ও পেপার রুমে কিছু মেয়েকে দেখা যাচ্ছে পড়াশোনায় ব্যস্ত। অন্য পাশে ফটোকপি মামার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ক'জন নোট ফটোকপি করার উদ্দেশ্যে। তাদেরই একজন ফটোকপি মামাকে উদ্দেশ্য করে বলছে- মামা, আমার মাত্র ১টা পৃষ্ঠা, আমারটা আগে দেন। পাশেই দাঁড়ানো আরেকটা মেয়ে প্রতিবাদে ঘুরে বলছে- না মামা, আমি আগে এসেছি আমারটা শেষ করেন। টিভি রুমে মেয়েরা B4U মিউজিক চ্যানেলে হিন্দি গান দেখছে। রুমের কেউ কেউ হিটারে নুডুল্‌স রান্না করছে, কেউ ভাত রান্না করছে, কেউ বা ডিম ভাঁজি করছে।

সারা মুখে উপটান, হাতে বালতি। গোসলের উদ্দেশ্যে বাথরুমের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে বর্ধিত ভবনের এক ছাত্রীকে। পাশ

সামনে ঝামেলা, পেছনে প্রেম

থেকে তারই এক বান্ধবী ডাকছে- এই..ভূত...!

অফিস রুমের সামনে ছাত্রীদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। কথা বলে জানা গেল তারা প্রথম বর্ষের ছাত্রী। হলে সিটের ব্যাপারে প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। আরেকজন বলছে, এর আগে ৩-৪ দিন এসেছে, সিটের ব্যাপারে প্রভোস্ট ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয়েছে। ম্যাডাম বলেছে, এই হলেরই কোনো মেয়ে যদি তাকে গেস্ট পারমিশনে রাখতে রাজি হয় তাহলে সে থাকতে পারবে। কিন্তু মেয়েটির কোনো পরিচিত আপু নেই যার কাছে সে থাকতে পারে। তবে হলে সিট পেতে প্রায় ১ বছর লেগে যায় বলে জানালেন হলেরই এক আবাসিক ছাত্রী।

১.৩০ ফজিলাতুন্নেছায় গোসলের জন্যও বাথরুমে সিরিয়াল পড়ে গেছে। 'এই বাথরুমে কে'? আমি ৩০৮-এর তিথি। ও তিথি আপু? আপনার পরে ৩০১ জুলিকে কল দিয়েন। আচ্ছা। গোসল শেষ। তিথি জুলিকে ডাকছে ৩০১ জুলি... বাথরুম ফাঁকা হয়েছে, ঐদিক থেকে জুলির উত্তর, আসছি...। এরই ফাঁকে রূপচর্চার কাজটি সেরে নিচ্ছে কেউ কেউ। মুখে উপটান মেখে পেপার পড়ছে কেউ, কেউবা মাথায় মেহেদি দিয়ে রান্নাটা সেরে নিচ্ছে, কেউবা জোরে ক্যাসেট প্লেয়ার ছেড়ে দিয়ে গান শুনছে।

২.৩০ রান্নাবান্না, গোসল, খাওয়া-দাওয়া, বাসনপত্র ধোওয়া শেষ। এখন কমবেশি সবাই রেস্ট নিচ্ছে। কেউ বেডের ওপর, কেউ ফ্লোরে বালিশ পেতে ঘুমাচ্ছে, কেউ শুয়ে শুয়ে পেপার পড়ছে। কেউ বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে।

টিভি রুমে লাল কার্পেটের ওপর বসে টিভি দেখছে মেয়েরা। রিমোট কন্ট্রোল হাতে সামনের মেয়েটিকে একটু পরপর চ্যানেল চেইঞ্জ করতে দেখা যাচ্ছে।

DCV-তে হিন্দি ছবি 'ম্যায় হুনা' দেখাচ্ছে। পেছনে বসা মেয়রা উচ্চস্বরে রিমোট হাতে রাখা মেয়েটিকে বলছে, এই আপু এখানে রাখেন, এটা দেখব। একই টিভি রুমের অন্য পাশে আরেকটা টিভি। সেখানে কিছু ছাত্রী এবং হলের খালা ও মামারা মিলে বিটিভিতে রাজ্জাক ও শাবানা অভিনীত বাংলা ছবি দেখছে। (এ হলে নারী কর্মচারীদের দাদী ও পুরুষ কর্মচারীদের দাদু নামে ডাকা হয়।)

৪.৩০ : ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে আবার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কেউ যাচ্ছে টিউশনিতে কেউ বা লাইব্রেরিতে, কেউ টিভি রুমে,কেউ পেপার রুমে, কেউ বাইরে গেস্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

৫.৩০ রোকেয়া হল গেটের সামনে অনেক ভিড়। অধিকাংশই ছেলে। কাগজের স্লিপ (যাতে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নাম ও রুম নম্বর লেখা আছে) হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনো মেয়ে হলের ভেতরে ঢুকলেই তাকে বলছে, এক্সকিউজ মি একটা কল নিবেন? মেয়েদের কেউ কল নিচ্ছে, কেউ বা বলছে সরি। এভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে কল দিতে পারল রেজা নামের একটি ছেলে। মেয়েটি কল নিয়ে এল। এসেই নিচ থেকে চিৎকার করে কাঙ্ক্ষিত নাম ও রুম নম্বর ধরে ডাকছে। রুম থেকে চিৎকার করে একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করছে, আপু কে এসেছে? আচ্ছা যাচ্ছি। আবার রুমে না থাকলে বলছে, আপু রুমে নেই। বাইরে গেছে। যদি রুমে না থাকে তাহলে কেউ গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো ভিজিটরকে বলছে না। ফলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাচ্ছে।

৬.৩০ হল গেটের সামনে এখন রীতিমতো বাজার। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে বসে আছে রাস্তার দুপাশের ফুটপাতে। হলের ভেতরে সবুজ মাঠজুড়ে ছোট ছোট গ্রুপে মেয়েদের আড্ডা দিতে দেখা যাচ্ছে। কেউ একা একা লনে হাঁটছে, কেউ মোবাইলে কথা বলছে। মিউজিক রুমে চলছে রেওয়াজ। এদিকে ক্যান্টিনে বিকালের নাস্তা দেয়া শুরু হয়েছে।

নিউ বিল্ডিংয়ের কিছু মেয়েকে দেখা যাচ্ছে বারান্দায় চেয়ারে বসে বসে পড়ছে। কেউ বারান্দায় শুকাতে দেয়া কাপড় রুমে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা মুখে চন্দন দিয়ে চোখ বুজে বেড়ে শুয়ে আছে। আবার কেউ কম্পিউটার ছেড়ে দিয়ে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন হিটারে চা বানাচ্ছে ইত্যাদি।

৭.৩০ এ সময় ফজিলাতুননেছা হল ক্যান্টিনে নাস্তার পর্ব শেষ হয়ে যায়। রাতের খাবার পর্ব শুরু হওয়ার আগে পড়াশোনার কাজটি সেরে নিচ্ছে ছোট ছোট ক্যান্টিন বয়রা। আর এদের পড়ানোর দায়িত্ব পালন করছে এ হলের কয়েকজন ছাত্রী। এছাড়াও মেয়েরা নানারকম সমাজসেবামূলক দায়িত্বও পালন করে থাকে। যেমন অনেকে রক্ত সংগ্রহকারী সেবামূলক সংগঠন বাঁধনের সদস্য। জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হলে এদের কাছে এলে এরা ব্যবস্থা করে বলে জানালেন এক ছাত্রী। রিডিং রুমে, লাইব্রেরি রুমে পড়াশোনাতে ব্যস্ত অনেকে।

রাত ৮.৩০ : রোকেয়া হলের সামনে রাস্তার দুধারে জুটিদের নিয়মিত আড্ডা বেশ জমে

রান্নাঘরে দৈনন্দিন কাজ

উঠেছে। কেউ চটপটি, কেউ আইসক্রিম, কেউ বা বাদাম, আনারস ইত্যাদি খাচ্ছে। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জুটিদের মাঝখানের দূরত্ব আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং পাশে কে আছে সেদিকে খেয়াল না করে দুজনে চলে যায় অন্য ভুবনে। তবে এদের বেশির ভাগই বহিরাগত বলে জানালেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী। যুক্তি হিসেবে তিনি আরো বলেন, হলের মেয়েরা সবাই সবার পরিচিত, কিছু করতে গেলে এটা মাথায় রাখতে হয়। আর বহিরাগতদের এ ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই এ জন্য তারা অবাধে যা খুশি তাই করে।

এখনো মেয়েরা কেউ হলে ঢুকছে, কেউ বাইরে যাচ্ছে। গেটে রয়েছে গেট মামাদের পাহারা, যাতে বাইরের কেউ হলে প্রবেশ করতে না পারে।

ডাইনিংয়ে রাতের খাবার দেয়া শুরু হয়েছে। কেউ বসে খাচ্ছে, কেউ বা বাটিতে করে রুমে নিয়ে খাচ্ছে। হলের ভেতর, মাঠে, বেঞ্চে কেউ কেউ বসে আছে। কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ বা একমনে হাঁটছে।

৯.৩০ ফজিলাতুননেছা হল গেটে ধাক্কার শব্দ শুনে হলে ফেরার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু হল। হলে ফেরার শেষ সময় ৯.৩০। ৫ মিনিট আগেই গেটে ধাক্কা দিয়ে সংকেত দেয় গেট মামা। হলে ফিরে কেউ গেল ডাইনিংয়ে খেতে, কেউ বিপণিতে কেনাকাটার জন্য। রুমে ফিরে আধাঘণ্টা চললো বাইরে কি হলো না হলো তার গল্প। এরই মধ্যে একজন হঠাৎ বলে

উঠল ইস্‌রে সিগনেচার করতে ভুলে গেছি। রুমমেট বলছে দৌড় দাও, মনে হয় এখনও খাতা উপরে আছে। প্রেজেন্ট দেয়ার জন্য প্রতি ব্লকে ১টি করে হাজিরা খাতা দেয়া হয়েছে। যদিও কয়েকদিন আগ পর্যন্তও মেয়েদেরকে নিচতলায় অফিসরুমে নিজ নিজ ফ্লোরের ম্যাডামদের কাছে গিয়ে হাজিরা দিতে হতো। মেয়েরা মিছিল মিটিং করে সেটা বন্ধ করেছে কারণ অন্য হলে এই সিস্টেম নেই। মেয়েদের দাবি মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রতি ফ্লোরে ফ্লোরে হাজিরা খাতার ব্যবস্থা করেছে বলে জানালেন ভূগোলের ছাত্রী আফরোজ।

১০.৩০ রোকেয়া হলে ছাত্রীরা রুমে ফিরে কেউ পড়তে বসেছে। কেউ কম্পিউটারে গান ছেড়ে দিয়ে সবজি কাটছে রান্নার জন্য, কেউ বা বাইরের ঘটনা নিয়ে রুমমেটদের সঙ্গে গল্প করছে। কেউ মুখে মসুরডাল বাটা দিয়ে পেপার পড়ছে।

নামাজ রুমে কিছু মেয়ে নামাজ পড়ছে। এদিকে বেসিনে ভিড় লেগে গেছে। কেউ মুখ ধুচ্ছে, কেউ সবজি, কেউ থালাবাসন পরিষ্কার করছে। বেসিনে প্রচন্ড দুর্গন্ধ। কারণ একই জায়গায় হাতমুখ ধোওয়া সবজি, থালাবাসন ধোওয়া এবং বেসিনের পাশে রাখা। ময়লা ফেলার বালতিতে খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা। ইত্যাদি কারণে সব সময় নোংরা থাকে এবং আলাদা কিচেন রুম না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি বলে মনে করেন এক ছাত্রী।

১১.৩০ ফজিলাতুননেছা হলের পেপার রুমেও চলছে সিরিয়াল অনুযায়ী পেপার পড়া। প্রথম আলো পড়ছেন এক ছাত্রী কিন্তু শান্তিতে পড়তে পারছেন না, কারণ আরো দু তিনজন হুমড়ি খেয়ে দেখার চেষ্টা করছেন এবং সিরিয়ালে আছে আরো দুজন। কিছুক্ষণ পর পর তাদের তাগাদা 'আপু আর কতক্ষণ লাগবে?' আর একজন অপেক্ষা করছেন ১২টা বাজা পর্যন্ত কারণ এরপর তিনি রুমে নিয়ে পড়বে অথবা সংগ্রহে রাখবেন দরকারি আর্টিকেল। যদিও এরই মধ্যে পেপারের উল্লেখযোগ্য পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে কেউ কেউ। রাত ১২টার পরে পেপার কাটিংয়ের নিয়ম আছে। কারও যদি কোনো প্রয়োজনীয় লেখার দরকার হয় তাহলে সে এই সময়ে কেটে নিতে পারে বলে জানালেন এক ছাত্রী। এদিকে ৪ তলা, ৩ তলা ও ১ তলায় ফোনের জন্য সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে কিছু মেয়েকে। রাত ১০টা পর্যন্ত হলের ফোনের দোকান খোলা থাকে। তাছাড়া হলের কিছু কিছু মেয়ে ফোনের ব্যবসা করে যেখানে রাত ১১টার পর ৩ টাকা মিনিটে ফোন করা যায় বলে জানালেন এক ছাত্রী।

রাত ১২.৩০ : রোকেয়া হলের রুমে, রিডিং রুমে চলছে পড়াশোনা। কেউ কেউ মশারি খাটিয়ে ঘুম।

হলের মাঠে এখনো চলছে মেয়েদের হাঁটাহাঁটি, গল্প, ফোনে কথা বলা। এ দৃশ্য দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখন রাত ১২টা।

পত্রিকা পড়ছে মেয়েরা

টিভি রুমে চলছে টিভি দেখা। তবে এখন যেটায় শুধু বিটিভি দেখা যায় সেখানে অনেক ভিড়। কারণ মেয়েরা সিডিতে ভারতীয় বাংলা ছবি 'অশ্রুতা' দেখছে। পাশের টিভিতে চলছে হিন্দি গান। বারবার চ্যানেল চেইঞ্জ করছে, কারোও কোন চ্যানেল মনঃপূত হচ্ছে না।

রাত ১.৩০ : নিচের কলাপসিবল গেট বন্ধের শব্দ হলো। টিভি রুম রিডিং রুম বন্ধ করছে মামারা, যারা টিভি/রিডিং রুমে ছিল এবং যারা বাইরে হাঁটাহাঁটি করছিল তারা সবাই রুমে ফিরছে। 'প্রতিদিন রাত দেড়টার দিকে এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তবে টিভিতে কোনো ভালো মুভি থাকলে মামাদের অনুরোধ করে সর্বোচ্চ রাত ২টা পর্যন্ত নিচে অবস্থান করা যায়' জানালেন এক ছাত্রী।

এক রুমে প্ল্যাস্টিকের বল নিয়ে খেলছে এক মেয়ে। বলটি পা দিয়ে উপরের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে সেটা সিলিং ফ্যানে বাড়ি খেয়ে অন্যপাশে এসে পড়ছে। আরেকজন রুমমেট সুর করে জোরে জোরে পড়ছে।

রাত ২.৩০ : সব রুমের লাইট প্রায় বন্ধ। কেউ কেউ ডেস্কের লাইট জ্বালিয়ে পড়ছে। কেউ বারান্দা গ্রিল ধরে ফোনে কথা বলছে।

তবে চারদিক মোটামুটি শান্ত। বেশির ভাগই ঘুমাচ্ছে।

৩.০০ : ফজিলাতুননেছায় এখন চুপচাপ। প্রায় সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। টিভি রুম থেকেও ভেসে আসছে না কোনো শব্দ।

একযোগে আড্ডা

১২.৩০ এইমাত্র হলের বাস এসে থামলো। সোজা হলে ঢুকে কেউ কেউ চলে এল ডাইনিংয়ে দুপুরের খাবারের উদ্দেশ্যে, কেউ বা হলের বিপণিতে কাঁচাবাজার করার উদ্দেশে। ডাইনিংয়ে দুপুরের খাবার দেয়া শুরু হয়ে গেছে। ক্যান্টিন বয় মানিক এখন খুব ব্যস্ত।

সন্ধ্যা ৭.৩০ : রোকেয়া হলের টিভি রুমের ভেতরে না গিয়ে জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে জি সিনেমায় 'হাম দিল দে চুকে সনম' ছবির একটি গান দেখছে কিছু মেয়ে। তাদের উদ্দেশ্য চলে যাবে, এজন্য ভেতরে যাচ্ছে না বলে জানালেন এক ছাত্রী। অন্য পাশের টিভিতে কিছু মেয়ে 'দেশ এগিয়ে যাচ্ছে' নামে একটা প্রোগ্রাম দেখছে। কোনো কোনো মেয়ে টিভি রুমে বসে টিভির দিকে না তাকিয়ে আপন মনে নোট হাতে পড়ছে। এখনো হলের মধ্যে সবুজ মাঠে কেউ বসে, কেউ হেঁটে অলস সময় কাটাচ্ছে।

ইতিমধ্যে রিডিং রুম বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক টেবিলে পানির বোতল আর নোটপত্রের স্তূপ। পড়াশোনায় ব্যস্ত মেয়েরা, দু-একজনকে পেপার রুমে দেখা যাচ্ছে। ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে প্রায় ১২-১৩টি পেপার রয়েছে।

রুমে কেউ পড়ছে, কেউ কম্পিউটারে কাজ করছে, কেউ হিটারে পানি ফোটাচ্ছে। ক্যান্টিনে বিকেলের নাস্তার পর্ব শেষ। ডাইনিংয়ের মামারা ব্যস্ত রাতের খাবার তৈরিতে।

রাত ৯.৩০ : গেট বন্ধের সময় হয়েছে। মেয়েরা হলে ফিরছে। হলে ঢুকে কেউ কেউ যাচ্ছে ডাইনিংয়ে, কেউ টিভিরুমে, কেউ সোজাসুজি রুমে। টিভি রুমে একটু আগে হাম দিল দে চুকে সনম ছবি শেষ করে এখন সনিতে 'কুসুম' সিরিয়াল দেখছে।

প্রায় প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে সিরিয়াল দেখা। এর মধ্যে কাসৌটি জিন্দেগী কি, কুসুম, জেসি জ্যায়সি কোয়ি নেহি, ইয়ে মেরি লাইফ হে, আকাশ সিরিয়ালগুলো নিয়মিত দেখে বলে জানালেন এক ছাত্রী। অন্য পাশের বিটিভিতে নাটক হচ্ছে। কিছু মেয়ে সেটা দেখছে।

ছবি : **উর্মি মল্লিক**